দৈনিক জনকণ্ঠ
MAR 1 3 2001

চতুরঙ্গ

একটি আন্তর্জাতিক ভাষা ও সংস্কৃতি একাডেমী প্রয়োজন

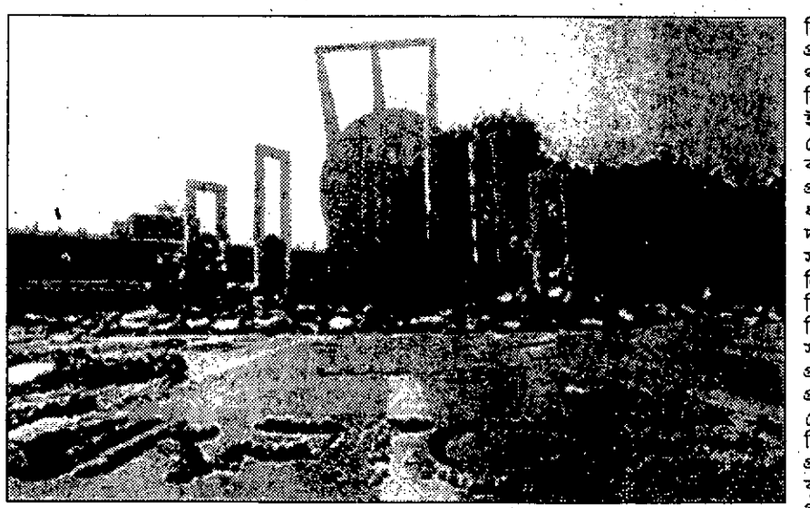

ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষার প্রতি আমাদের আগ্রহ ও দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। আন্তর্জাতিক ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার জন্য উন্নত প্রতিষ্ঠান স্থাপন তাই এখন একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ ধর্মীয়, শিক্ষাগত, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক কারণে বিদেশী ভাষা শিখে আসছেন। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় কারণে সংস্কৃত, আরবী, উর্দু, ফারসী এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে ফারসী এবং ইংরেজী শিখেছেন। সাহিত্যের কারণেও

রাজীব হুমায়ুন

অনেকে বিদেশী ভাষা শিখেছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের কাজ করেছেন। অনূদিত হয়েছে হাফিজ, ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসী, শেক্সপিয়ার, ইয়েটস, কীটস প্রমুখের মহৎ সাহিত্যকর্ম। বর্তমানেও নানাবিধ কারণে এদেশের মানুষ বিভিন্ন ভাষা শিখছেন। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও বাণিজ্যিক ও পেশাগত কারণে আরবী ভাষা শিখছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত কারণে ইংরেজী ছাড়াও এখন অনেকে জাপান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, রুশ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করছেন এবং শিখছেন।

আমাদের দেশে টোল, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ভাষা শেখাবার দায়িত্বও পালন করে থাকে। এখানে দূতাবাসকেন্দ্রিক কতিপয় প্রতিষ্ঠানসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠানেও ভাষা শেখার সুযোগ রয়েছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ভাষা শেখানোর পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে ভাষা শিক্ষায় প্রকৃত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। বারো-চৌদ্দ বছর ইংরেজী শিখে লিখতেও পারেন না, বলতেও পারেন না। আবার আরবী শিক্ষার্থী পবিত্র কোরান পড়তে পারলেও সাধারণ ও প্রচলিত আরবী পড়তে বা বুঝতে পারেন না। অথচ ভাষাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীর অভাব হচ্ছে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেকেই একটি ভাল ভাষাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাববোধ করছেন, যেখানে ভাষাতত্ত্বের পটভূমি নিয়ে এবং আধুনিক ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষকগণ ভাষা শেখাবেন। যে প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হবে 'গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড'-এর বদলে 'কমিউনিকেটিভ ল্যাংগুয়েজ টিচিং'সহ বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি এবং যে প্রতিষ্ঠানে জোর দেয়া হবে লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং এন্ড রাইটিং—এই চারটি স্কিলের ওপর। তাছাড়াও অডিও-ভিডিও-এর মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা-সংস্কৃতির পরিবেশ নির্মিত হবে। ফলে একজন শিক্ষার্থী অতি অল্প সময়ে শিখতে পারবেন একটি বিদেশী ভাষা। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, পৃথিবীর কোন কোন দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে সংশ্লিষ্ট ভাষার ওপর স্বল্পমেয়াদী কোর্স করে একজন শিক্ষার্থী সে ভাষায় পিএইচডি অভিসন্দর্ভ পর্যন্ত রচনা করেন। এটা সম্ভব হয় এই সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে থাকার কারণে। এদেশেও এটি অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের ফলে বর্তমান আকাশসংস্কৃতির যুগে গোটা বিশ্ব আমাদের হাতের মুঠোয়। স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির বদৌলতে বিশ্বসংস্কৃতি আজ আমাদের গৃহকোণে। অন্যদিকে বিশ্বজনীন পারস্পরিক বাণিজ্য নির্ভরশীলতা, শ্রমের গতিশীলতা, অর্থনৈতিক লেনদেন, কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে গোটা বিশ্বসমাজ এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। অথচ এটি অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমরা বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত নই। আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একই সময়ে বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়াও অন্যের ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের নিজেদেরকে যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের জানতে হবে মুসলিম বিশ্বে কিরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে, পাশ্চাত্যে কোন্ নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটছে এবং প্রাচ্যে তার কিরূপ প্রভাব পড়ছে। এসব জানতে হবে আমাদের বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য বাংলাদেশে একটি আধুনিক কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। আমরা এ প্রতিষ্ঠানের নাম প্রস্তাব করছি আন্তর্জাতিক ভাষা ও সংস্কৃতি একাডেমী (International Academy of Language and Culture)। এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে International Academy হিসাবে এবং বহির্বিশ্বে International Academy of Bangladesh হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।

বাংলাদেশের কতিপয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বিচ্ছিন্নভাবে বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রদান করে থাকে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, আলিয়ঁস ফ্রঁসেস, গ্যেটে ইনস্টিটিউট, ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রভৃতি। কিন্তু এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা। বিদেশী দূতাবাস কর্তৃক পরিচালিত সংস্থাসমূহ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ভাষার ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার একক কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি।

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হলে দেশের সকল স্তরের মানুষকে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান সহজতর হবে। কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য কারণে আমাদের দেশে অনেক বিদেশী অবস্থান করছেন। তাঁদের অনেকেই বাংলা শেখার প্রয়োজন বোধ করে থাকেন। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানে তাঁদেরকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হবে। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটসহ দূতাবাসকেন্দ্রিক ভাষাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুবাদ প্রকল্প অথবা ভাষা পরিকল্পনার কোন সেল আছে বলে আমাদের জানা নেই। যেহেতু প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল একাডেমীতে অনুবাদ সেল, ভাষানীতি ও পরিকল্পনা সেল ও সংস্কৃতি সেল থাকবে, সেহেতু এ প্রতিষ্ঠান উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আলাদা।

প্রস্তাবিত এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—এ প্রতিষ্ঠান হবে দেশী-বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র। এখানে বাংলা, আরবী, ইংরেজী, জাপানী, স্প্যানিশ, ইতালীয়, জার্মানসহ বিভিন্ন বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসংক্রান্ত রচনাবলী বাংলায় অনুবাদের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এখানে পরিভাষা ও অভিধান প্রকল্পের আওতায় দ্বিভাষিক ও বহুভাষিক পরিভাষা ও সাধারণ শব্দের অভিধান প্রণীত হবে। এ প্রতিষ্ঠান ভাষা পরিকল্পনার মাধ্যমে বানান উচ্চারণসহ দেশের বিভিন্ন ভাষা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণাকার্য পরিচালনা করবে এবং তার ভিত্তিতে যথোপযুক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ করে উপজাতীয়দের ভাষার ওপর জরিপকার্য পরিচালনা করে আঞ্চলিক ও উপজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা হবে। পেশাজীবীদের জন্য পরিচালিত হবে পেশাভিত্তিক ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স। এখানে অডিও-ভিজ্যুয়াল ও অনলাইন প্রযুক্তিসমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরী/ল্যাবরেটরি থাকবে যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে চলমান তথ্যাবলী সংগৃহীত হবে। এখান থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারবে।

যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী প্রয়োজনে সুদক্ষ দোভাষী তৈরি করা হবে। দেশের সরকারপ্রধানের বিদেশ সফরে দোভাষীর সহযোগিতা গ্রহণ করলে সরকারপ্রধান, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রেডিও-টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ ছাড়াও বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শনীয় স্থানের ওপর প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরবে। কম্পিউটারসহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যাশিন-ট্রান্সলেশন, স্পেলার, মাল্টিলিঙ্গুয়াল কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হবে। ভাষা প্রশিক্ষণের গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশে অবস্থানরত সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

এ প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্মিত ভবনের বিভিন্ন ফ্লোর বাংলাদেশ ফ্লোর, আমেরিকান ফ্লোর, জাপানিজ ফ্লোর, আরব ফ্লোর ইত্যাদি হিসাবে পরিচালিত হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। প্রথম পর্যায়ে এতে চারটি সেল থাকবে—ভাষা প্রশিক্ষণ সেল, অনুবাদ সেল, ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি, ভাষা পরিকল্পনা ও গবেষণা সেল এবং সংস্কৃতি সেল। এ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে ঢাকায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এবং তৃতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে সম্প্রসারিত হবে। আন্তর্জাতিক ভাষা ও সংস্কৃতি একাডেমী বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।